بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“গণতন্ত্র”

একটি কুফরী মতবাদ

পার্ট-৩

সীট নং-১৩

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া, বরিশাল। খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	তারিখঃ ০৫. ০৬. ২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমু'আ স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি। প্রতি জুমু'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordpress.com

খিলাফাহ্ ও গণতন্ত্র

ইসলামের আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম “খিলাফাহ্ আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ্” বর্তমান উন্নত পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম উদার গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র বা Liberal Democratic Nation State. অসুমলিম সমাজে এ ব্যবস্থ্ বিভিন্ন প্রকার খুঁটিনাটি পার্থক্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত।

Liberal Democratic Nation State বিভিন্ন প্রকার। যেমন Constitutional Democracy, Parliamentary Democracy, Social Democracy ইত্যাতি। এদের সকলের মূলে আছে স্রষ্টার কর্তৃত্বের ও সার্বভৌমত্বের অনুপস্থিতি।

পক্ষান্তরে “খিলাফাহ্ আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ্” এর মূল ভিত্তিই হল স্রষ্টার সার্বভৌমত্বে ও কর্তৃত্বে আত্মসর্মপন। একন যদি কোন মুসলিম নামধারী বলে Democracy অবলম্বন করলে কিংবা মেনে নিলে তেমন অসুবিধা হয় না, কারণ এখানে “জনগণের রায়” যেমন শাসন ও সরকার নির্ধারণের জন্য অপরিহার্য ইসলামেও “জনমতের সমর্থন” ছাড়া খিলাফাহ্ সম্ভব নয়। এখানে যেমন “পার্লামেন্ট” আছে, ইসলামেও তেমনি “শু'রা” আছে। এখানে যেমন “বিচার ব্যবস্থা” আছে ইসলামেও তেমনি “কাজী কাজওয়াত” আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমরা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবো গরু এবং ছাগলের মধ্যে দুটোরই মাথা আছে, চারটা করে পা আছে এবং একটা করে লেজ আছে; তথাপি গরু গরুই এবং ছাগল ছাগলই, দু'টো কখনই এক নয়। তেমনি ইসলাম ইসলামই; আর গণতন্ত্র কেবল গণতন্ত্রই, দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা অবশ্যই বলবো, ইসলামের “খিলাফাহ্” এক অনন্য ব্যবস্থা, একে গণতন্ত্রের পরিচয়ে পরিচিত করানো ভূল। কারণ, তৌহিদের উপর ভিত্তি হওয়ার কারণে ইসলামের “খিলাফাহ্” পাশ্চাত্যের ধর্ম-নিরপেক্ষ, স্রষ্টার কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণমুক্ত গণতন্ত্র কখনই এক হতে পারে না।

এমতাবস্থায় নিজেদের অজান্তে যারা পশ্চিমাদের বর্তমান শৌর্য-বীর্য দেখে ও অনুভব করে নতজানু হয়ে পড়েছেন তারা তার স্বরে চিৎকার করবেন এই বলে যে খিলাফাহ্ এবং গণতন্ত্রে মিলই বেশি; একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিষয় ছাড়া এতে দোষের কিছুই নেই ।

তুলনামূলক পর্যালোচনাঃ

আমাদের মধ্যে যারা ভূল করে গণতন্ত্রকে অপেক্ষকৃত কম দোষের মনে করেন এবং ঐ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আরোহণ করে দ্বীন কায়িম করবেন বলে ঐ প্রক্রিয়ার সাথে নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাদের ভূল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য নিম্নে ধারাবাহিক ছকের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করছি এবং ইসশাআল্লাহ এটি আমাদের ভূল ভাঙ্গাতে যথেষ্ট হবে ।

ইসলাম বনাম গণতন্ত্র

ক্রমিক নং	ইসলাম	গণতন্ত্র
১	ইসলামে আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস	গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস
২	ইসলাম আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা	গণতন্ত্র ইহুদী-খৃস্টানদের তৈরি অসম্পূর্ন জীবন ব্যবস্থা
৩	ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব	গণতন্ত্রের ভিত্তি মানুষের সার্বভৌমত্ব
৪	ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য	গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত
৫	ইসলামের লক্ষ্য আত্মিক ও পার্থিব উন্নতি	গণতন্ত্রের লক্ষ্য শুধু ক্ষমতার রাজনীতি
৬	ইসলামে মানুষ শুধু আল্লাহর গোলাম	গণতন্ত্রে মানুষ মানুষের গোলাম
৭	ইসলামে আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্	গণতন্ত্রে আইনের উৎস মানুষের খেয়াল খুশি
৮	ইসলামে মৌলিক আইন অপরিবর্তনীয়	গণতন্ত্রে যে কোন আইন পরিবর্তনযোগ্য
৯	ইসলামের শিক্ষা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব	গণতন্ত্রের শিক্ষা মানুষে মানুষে অনৈক্য
১০	ইসলামে নেতৃত্বের ভিত্তি জ্ঞান ও আল্লাহ ভীতি	গণতন্ত্রে নেতৃত্বের ভিত্তি সস্তা জনসমর্থন
১১	ইসলামের লক্ষ্য জুলুম-শোষণের অবসান	গণতন্ত্রের লক্ষ্য পূঁজিবাদী শোষণ প্রতিপাপলন
১২	ইসলামে ন্যায়-অন্যায় চিরতরে নির্ধারিত	গণতন্ত্রে ন্যায়-নীতি সর্বদা উপেক্ষিত
১৩	ইসলামে সকল পাপের পথ চিরতরে বন্ধ	গণতন্ত্রে সব রকম পাপের পথ উন্মুক্ত
১৪	ইসলামে নৈতিক চরিত্র অনস্বীকার্য	গণতন্ত্রে নৈতিক ইচ্ছা গুলো অনিবার্য
১৫	ইসলামের শিক্ষা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ	গণতন্ত্রের শিক্ষা ব্যাক্তিস্বার্থ ভোগবাদ

খিলাফাহ্ বনাম গণতন্ত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	খিলাফাহ্	গণতন্ত্র
০১	জীবন ব্যবস্থা	আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, ইসলাম। পরকারল কেন্দ্রীক জীবন ব্যবস্থা।	মানব রচিত দ্বীন। বস্তুকেন্দ্রিক, ইহকাল সর্বস্ব ব্যবস্থা।
০২	মূলমন্ত্র	তৌহিদ, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস।	আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব। ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার, বস্তুবাদ।
০৩	মূল্যবোধ	আল্লাহর দরবারে সকল মানুষ সমান। কেবল তাক্ওয়ার ভিত্তিতেই মর্যাদার তারতম্য হয়।	আইনের চোখে সকল মানুষ সমান। তবে বস্তুগত পার্থিব যোগ্যতাই মর্যাদার তারতম্য ঘটায়।
০৪	সার্বভৌমত্ব	গার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আইন দেয়ার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর।	অধিকাংশের বেশি জনগণের এবং পার্লামেন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠদের। পার্লামেন্ট আইন রচনা করে।
০৫	রায় দেয়ার অধিকার	কেবলমাত্র আহলুর রাই-দের (যারা বিজক্ষণ এবং বর্ণিত বিষয়ে কার্যকর পরামর্শদানে সক্ষম) রায় দেয়ার অধিকার রাখে। যাদের সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা রহিত তাদের রায়দানের যোগ্যতাও রহিত।	সকল শ্রেণীর মানুষঃ ভাল-মন্দ, চোর-ডাকাত, অপরাধী-নিরপরাধী, শিক্ষিত-মূর্খ, আমানতদার-খিয়ানতকার সকলেরই ভোটদানে সমান তথা সার্বজনীন ভোটাধিকার।
০৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি	আহলুজ্জিকর অথবা আহলুর রাইদের থেকে শুনে, সর্বোত্তম কথাকে বেছে নেয়া।	দুনিয়াবী জ্ঞানে বিশেজ্ঞদের মতামত নেয়াকেও শর্ত করা হয়নি। বরং অধিকাংশ লোকের চাহিদাকে শর্ত করা হয়েছে।
০৭	অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা	কর্তব্য প্রধান জীবনধারা। অধিকার স্বতঃস্ফূর্ত।	অধিকারের দাবীই প্রধান, কর্তব্য চিন্তা গৌণ।
০৮	বাক স্বাধীনতা	নিয়ন্ত্রিত। কুরআন ও সুন্নাহ্র সমালোচনা, অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার, মিথ্যা সংবাদ প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র সত্যের সাক্ষ্য ও	অনিয়ন্ত্রিত কোন কিছুই সমালোচনার ঊর্ধে নয়। শ্লীল-অশ্লীল, সত্য-মিথ্যা

		সত্য প্রচারে আদিষ্ট।	কোনটাই প্রচার নিষিদ্ধ নয়, সত্য-মিথ্যা যা মন চায় তাই প্রচার করা যাবে, কেবল প্রত্যক্ষভাবে কেউ তার অধিকার ক্ষুণ্নতা প্রমাণ করতে না পারলেই হল।
০৯	অপরাপর অধিকার	জীবন ধারণের অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত এবং খিলাফাহ্ কার্যতঃ তা নিশ্চিত করে। কেবল অপচয়ের অধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র দেয় সীমালঙ্ঘনের অধিকারও নিষিদ্ধ।	জীবন ধারণের অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার-এর অবাধ সুযোগ থাকলেও রাষ্ট্র সকল দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য নয়। কেবল অন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি করে না এমন শর্ত আরোপিত। পার্লামেন্ট; নির্বাচন ভিত্তিক ব্যবস্থা।
১০		ক. শুরা; পরামর্শ ভিত্তিক মনোয়ন ও বাইআত কেন্দ্রিক।	ক. পার্লামেন্ট; নির্বাচন ভিত্তিক ব্যবস্থা।
		খ. শুরা সদস্যগণ নিজেরা পদপ্রার্থী হতে পারে না; আত্ম প্রচারে জড়িত হতে অক্ষম; কুরআন ও সুন্নাহ্র ঘোষিত ও স্বীকৃত দোষাবলীর ধারক হতে পারবেন না।	খ. নিজেরা নিজেদের পদপার্থী হন। আত্মপ্রচারমূলক অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং করেন। কোন ঐশী আইনের অনুসরণে নিজ চরিত্র সংশোধনে বাধ্য নয়।
		গ. কুরআন ও সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট কোন আইন পরিবর্তনের কোন অধিকার নেই। মৌলিক আইন পূর্বঘোষিত এবং অপরিবর্তনীয়।	গ. কোন ঐশী অপরিবর্তনীয় আইনের অস্তিত্ব নেই। সবকিছু সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পরিবর্তনশীল।
		ঘ. কেবল কুরআন সুন্নাহতে সরাসরি উল্লেখিত নেই এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সে আইন কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক হলে বাতিল ঘোষিত। জাতীয় রেফারেন্ডামের মাধ্যমেও এমন কিছু বৈধতা পায় না।	ঘ. কোন ঐশী আইন নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে, সংখ্যাগরিষ্ঠের চাহিদার ভিত্তিতে ঘোর অনৈতিক আইনও পাশ করতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত মূলনীতিও চাইলে

			রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে ।
		ঙ. আইন প্রণয়ন নয় মূলতঃ আইনের ব্যাখ্যা দান, প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সমসাময়িক সমস্যার আলোকে কৌশল নির্ধারণ ।	ঙ. আইন প্রণয়নই পার্লামেন্টের মূল কাজ, এর ব্যাখ্যা, কর্মকৌশল ও কার্যাদি সবই পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে ।

চলবে........

***** সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার *****